History - PG - Sem - 2 Paper - 202 Unit - IV

Planned economy : Characteristics and necessity

পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে যখন কোন দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ সমূহকে যুক্তিসিদ্ধ ভাবে সাজানো হয় তখন তাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা হয়। অধ্যাপক টিকিনসনের মতে, বড় বড় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ কি দ্রব্য কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হবে, কাদের মধ্যে বণ্টিত হবে, এই সকল বিষয়ে সমগ্র দেশের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ সচেতন ভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। ভারতবর্ষের পরিকল্পনা কমিশনের মতে সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টির জন্য সম্পদের সংগঠন ও সদ্ব্যবহারকে মূলত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা হয়।

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের কতটা অংশ ভোগ্যদ্রব্য হবে এবং কতটা অংশ সঞ্চয় হবে অথবা সঞ্চয়ের কতটা অংশ মূলধন দ্রব্যে বিনিয়োগ করা হবে এবং কতটা অংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিকল্পনা কমিশন, নামে এক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ, এই পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন দেশে সঞ্চয়ের হার কি হবে এবং সঞ্চয় আবার কোন ভাবে রূপান্তরিত হবে; দেশের সর্বাধিক অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কি হবে; আবার বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সঞ্চয়ের কত অংশ মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হবে এবং কত অংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হবে তা পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন।

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল - পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমিত ভাবে এবং সুসংহত ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যকে একটি সুসংহত রূপ দানের চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পিত ~~অর্থব্যবস্থা~~ অর্থব্যবস্থায় দেশের প্রত্যেকটি উৎপাদনের ক্ষেত্রকে পরিকল্পনার মধ্যে আনা হয়। অগ্রাধিকার, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করে সম্পদের অপচয় বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। উৎপাদন ব্যতীত উৎপাদিত দ্রব্যের যথাযথ বণ্টনের একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি ~~অবলম্বন~~ অবলম্বন করা হয়।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী - অবাধ উদ্যোগহীন অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে বলে ক্রেতারা ~~সর্বা~~ সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করে এবং প্রত্যেক উদ্যোক্তা যে পরিমাণ উৎপাদন করলে মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে, সুতরাং

Scanned with CamScanner

প্রতিযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, আধুনিক চিন্তার অনুসারে অবাধ উদ্যোগহীন অর্থব্যবস্থায় জাতীয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারেনা। আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং দ্রুত দীর্ঘকালীন অগ্রগতি একমাত্র পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাতেই সম্ভব। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

অর্থব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, অপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি হলেও কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, ভোগ্যদ্রব্য, মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের মধ্যে, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সুদের হারের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য বজায় থাকে না, এর ফলে অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

কারো কারো মতে ভারসাম্যহীন পথে উন্নয়ন সম্ভব করে তোলার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন, এই অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অর্থব্যবস্থায় যদি স্বতঃই সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে তা হলে পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন দ্রব্য উৎপাদিত হবে কীভাবে? এঁদের মতে শ্রমের মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার, অধিক অর্থের প্রচলন, প্রয়োজনভিত্তিক ঋণদান অতিরিক্ত ঋণ সরবরাহ, কৃত্রিম উপায়ে সুদের হার হ্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে ভারসাম্যহীন পথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তোলা বাঞ্ছনীয়, এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই আবার অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, অনুন্নত অর্থব্যবস্থায় মাথাপিছু আয় একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে তুলতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না, মাথাপিছু আয় বাড়াতে গেলে যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার প্রয়োজন অনুন্নত অর্থব্যবস্থায় তা স্বল্প থাকে, এমতাবস্থায় এই সঞ্চয় ও ~~মাথাপিছু~~ বিনিয়োগের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ অর্থনৈতিক পরিবেশ যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, বিভিন্ন শিল্প এবং ভারিভূত শিল্প গঠনের প্রয়োজন, এগুলোর জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে।

Scanned with CamScanner